



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১



Website: www.bmeeb.gov.bd, E-mail: info@bmeeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.২০-৭৯৮

তারিখ: ০৩ জুন, ২০২০ খ্রি।

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র:- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৮৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০; তারিখ: ০১ জুন, ২০২০ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮/০৪/২০১৯ খ্রি তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

| ক্রম | সিদ্ধান্ত |
|------|--|
| ৭ | অগ্নিকান্ত প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ ও সমর্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনে Emergency Exit রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্তে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। |
| ১৫ | মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ বুঝি ছাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উক্তাব কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। |

এমতাবস্থায়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ও অধ্যক্ষ/সুপারি.কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৫০ দিনের পাতা।

০৩.০৬.২০২০

মো: সিদ্দিকুর রহমান

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

নথি নং ০৩.০৬.২০২০ ফোন: ৯৬১২৮৫৮
০৩.০৬.২০২০

প্রাপক : ১) সভাপতি- ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি; এবং
২) অধ্যক্ষ/সুপারি. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা।

নং ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.২০-৭৯৮(১২)

তারিখ: ০৩ জুন, ২০২০ খ্রি।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জোর্জতার ক্রমানুসারে নয়) :

- অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক/ প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
- মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- জেলা প্রশাসক, সকল;
- উপজেলা নির্বাচী অফিসার, সকল;
- প্রেস্টারাম, আইসিটিসেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
- (তাঁকে প্রত্যটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশ ও বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
- জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল;
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল;
- সদস্যবৃদ্ধ- গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা;
- পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
- অফিস কপি।

০৩.০৬.২০২০

(মো: ওমর ফারুক)
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

নথি নং ০৩.০৬.২০২০ ফোন: ৯৬৭৪৮৭৮
০৩.০৬.২০২০

জরুরী

৮০৭
০২৬/২০২০

D/A

WJD

২১৬/২০২০

প্রতি
২৪

২৫/২০২০

২৩
DR(A)
C/S/ ২০২০
০২.০৫.২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মানবসম্মতি বিভাগ
এসডিজি, এপিএ, এনআইএস ও ইনোভেশন সেল

নং- ৫১.০০.০০০০.০৪৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০

তারিখ: ১৮ জৈষ্ঠ, ১৪২৭বঙ্গাব্দ
০১ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩, তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে প্রেরিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫ নং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফ্ট কপি) আগামী ০৩/০৬/২০২০ তারিখের
মধ্যে (tmedsdgcell@gmail.com) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৭ পৃষ্ঠা।

১৮/০৬/২০২০

(মোঃ নুরুল ইসলাম শেখ)

সহকারী সচিব

ফোন: ৮১০৫০১২৯

Email: tmedsdgcell@gmail.com

কার্যালয়ে বিতরণ (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নথি):

- ০১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০২। মহাপরিচালক, মানবসম্মতি বিভাগ, গাইড হাউস, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
- ০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবসম্মতি বিভাগ, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ০৫। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
- ০৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মানবসম্মতি বিভাগ ইনসিটিউট, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নথি):

- ০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মানবসম্মতি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মানবসম্মতি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০৩। অফিস কপি।

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| অসম প্রকাশনা সঠিক (গুরুত্ব ও উচ্চ) | অসম প্রকাশনা |
| অসম প্রকাশনা সঠিক (গুরুত্ব ও উচ্চ) | অসম প্রকাশনা |
| অসম প্রকাশনা (গুরুত্ব) | অসম প্রকাশনা (জোগায়) |
| অসম প্রকাশনা (গুরুত্ব) | অসম প্রকাশনা (জোগায়) |
| অসম প্রকাশনা (গুরুত্ব) | অসম প্রকাশনা (জোগায়) |

শ্বারক নম্বর-৫১,০০,০০০০,৩২২,৩৮,০০৫,১৮-৮৩

| କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିନୋଳଙ୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ମାନ୍ୟମାସ ଶିଖ୍ୟ ବିଭାଗ ମହିନେର ଦୂର୍ତ୍ତର | |
|--|-------------------------------------|
| ମାତ୍ରାରୀର ଲାଭକାରୀ | ମାତ୍ରାରୀର ଲାଭକାରୀ |
| ଅନ୍ତିମ ସଚିବ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) | ଅନ୍ତିମ ସଚିବ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) |
| ଅନ୍ତିମ ସାରିବ (କୌରିଗାରି) ୧ / ୨ | ଅନ୍ତିମ ସାରିବ (କୌରିଗାରି) ୧ / ୨ |
| ଲୟାନ୍ଡାର୍ଡିଙ୍ ସଚିବ (ମାନ୍ୟମାସ) ୧ / ୨ | ଲୟାନ୍ଡାର୍ଡିଙ୍ ସଚିବ (ମାନ୍ୟମାସ) ୧ / ୨ |
| ଅନ୍ତିମ ସଚିବ (ଅନ୍ତିମ ଓ ଅଇଲ) | ଅନ୍ତିମ ସଚିବ (ଅନ୍ତିମ ଓ ଅଇଲ) |
| ସମ୍ପର୍କସଚିବ (ଏମ୍ ଓ ଅଥ) | ସମ୍ପର୍କସଚିବ (ଏମ୍ ଓ ଅଥ) |
| ଦୁଃସ୍ମାର୍ଥସଚିବ (କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) | ଦୁଃସ୍ମାର୍ଥସଚିବ (କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) |
| | ଏକାନ୍ତ ସଚିବ |

০৯ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)’-এর সভায় গৃহীত সিক্ষাত্মকমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)’ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত কাউন্সিলের গত সভার সিদ্ধান্তসমষ্টিতে বাষ্পবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জানা আবশ্যিক।

২. এমতাবস্থায়, NDMC-এর সভায় গৃহীত ৭-১৩ ও ১৫নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড ও সফ্ট কপি বিশেষ বাহক মারফত এবং ই-মেইল (korban.ali@modmr.gov.bd) আগামী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত কার্যবিবরণী ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

জন্ম তারিখ: ০৩/১০/২০২০
(মেঘ কোরবান আলী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪

215

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবহন পল ডবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।

২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।

৩। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।

‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

ও

সভাপতি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

স্থান : চামৌলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯

সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবুন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’ তে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে আগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে আহ্বান জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ সভার আলোচ্যসূচি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি গত সভার সিঙ্কেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ, সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্বার্য আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ, দুর্যোগ বুঁকি হাসে প্রস্তুতিমূলক ও আর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পর্যালোচনাতে সিঙ্কেট প্রস্তুতের বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতএব তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূচনা বক্তব্যে বলেন যে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিবাড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন করেন। মুজিব কিলো নির্মাণসহ দুর্যোগবুঁকি হাসে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম প্রস্তুত করেছিলেন, যেগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাছে। টোগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যবস্থা পঢ়ি, এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। আবার সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের নামানুষী দৃষ্টিতে কারণে এবং প্রযুক্তিগত বিভ্রাট ও মনুষ্যসৃষ্টি কারণেও আমাদেরকে নতুন নতুন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রযুক্তি আমাদের আরাম দেয় কিন্তু বুঁকি বাড়ায়। সাম্প্রতিক অগ্নি দুর্ঘটনাগুলোতে দেখা যায় যে যারো ভবন ব্যবহার করছেন তারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এফআর টাওয়ারে দেখা যায় অনুমোদিত পরিকল্পনায় চুলার সংস্থান/ অনুমোদন ছিল না, কিন্তু চুলা বসানো হয়েছে। আমাদের গ্যাস সিলিঙ্গার ব্যবহারে সচেতনতা বৃক্ষি করতে হবে। আবার দেখা যায় যে জরুরি নির্গমন পথগুলো শালামাল রাখার কারণে হয় বল ছিল অথবা ভবন ব্যবহারকারীগণ এর অবস্থান সম্পর্কে সম্মতভাবে অবহিত ছিলেন না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে না ঘটে সেজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমাদের খুঁজে দেব করতে হবে। একই সাথে আমাদের সচেতনতা বৃক্ষি করতে হবে। আগুন লাগলে কী করতে হবে তার নিজস্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। আমরা ঘায়ার সার্কিস ও সিলিঙ্গ ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছি, দিছি এবং ভবিষ্যতে আরও ক্রয় করা হবে। স্কুলসহ শিশু প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের সময় কর্মীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে কর্মীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সচেতনতা বৃক্ষি পায়।

অতএব মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ কামালকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

১.০ তিনি সভাকে জানান যে, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর অনুলিপি আজকের সভায়ও সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন কিংবা সংযোজন/বিয়োজনের কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ২: গত সভার সিক্ষাত্সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিক্ষাত্সমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

| গত সভার সিক্ষাত্স | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|--|
| ১. দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা অইন-২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী জাতীয় দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করা। (অর্থ বিভাগ/দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | অর্থ বিভাগ ৭ এগ্রিন ২০১৯ তারিখ জানিয়েছে যে প্রস্তাবিত তহবিল গঠন ও কার্যকর করার জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : ক) তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, খ) তহবিলের ব্যাক হিসাব খোলা সম্পর্কিত বিষয়াদি, গ) তহবিলের অর্থ বিতরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে “দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ২. National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করার জন্মে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি দুটু বরাদ্দ দেওয়ার সিক্ষাত্স গৃহীত হয়। (গ্রামেন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ঢাকাস্থ তেজগাঁও এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের CSD এর ১ একর জমি NEOC এর জন্য চিহ্নিত করেছে। |
| ৩. NEOC এর Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note সভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিকালের নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক NEOC-এর Concept Note ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে। (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক NEOC এর Concept Note চূড়ান্ত করা হয়েছে। |
| ৪. উভার কার্যে সরঞ্জাম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে ফায়ার সার্টিস ও সিভিল ডিফেন্স, এএফডি ও বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/দুর্ঘট ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বিজিবির প্রশিক্ষণ মডিউলে দুর্ঘটকালীন ও দুর্ঘট পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ ফায়ার সার্টিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর |



| গত সভার সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|--|
| | <p>ব্যবস্থাপনায় Urban Search and Rescue বিষয়ে বিজ্ঞিয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;</p> <p>সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> • উকার কার্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ফরমেশন/ঘোটির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; <p>সুরক্ষা দেৱা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে দুর্দোগ্য ব্যবস্থাপনা ও তাগ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্টিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সরবরাহকৃত যন্ত্রগতি/সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> |
| ৫. বীধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য ব্যৱাদকৃত অর্থ নডেহরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। (পানিসংস্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ) | <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে বীধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য ব্যৱাদকৃত প্রয়োজনীয় অর্থ নডেহরের মধ্যে প্রেরণ এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p> <p>অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাজেট বরাবের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।</p> |
| ৬. নদী বা খালের গতিপথকে কোনভাবেই বীধাণ্ট করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী নদী/খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (পানিসংস্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ) | <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫৪৬ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন করেছে; • ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০০১ কিঃ মিঃ নদী ডেজিং/পুনঃখনন কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫২ কিঃ মিঃ নদী ডেজিং/পুনঃখনন সমাপ্ত হয়েছে; • ৬৪টি জেলায় ৫৩০৮টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের নাব্যতা বৃক্ষি ও পরিবেশের ভারসাম্য রাস্তারে পুনঃখননের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০,০০০ কিঃ মিঃ। <p>স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> • এলজিইডির চলমান ৩টি প্রকল্পে ৩০১ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; • রংপুর সিটি কর্পোরেশনের শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃখনন ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে; • কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে; • গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে; • ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ২৬টি খালের মধ্যে ১৭টি খালের ৩০ কিঃ মিঃ পুনঃখনন করা হয়েছে। ফলে খালের গভীরতা বেড়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃক্ষি |

| গত সভার সিক্ষাত | বাস্তবায়ন অগ্রণীতি |
|--|--|
| | <p>পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি খাল পুনঃখননসহ পরিষ্কারকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;</p> <ul style="list-style-type: none"> • হাজারীবাগ, মান্ডা, বাইশটেকি, বেগুনবাড়ি, কুর্মিটোলাৰ খালগুলোৱ যে সকল অংশ বেসরকারি জায়গায় বিদ্যমান সে সকল অংশে জমি অধিগ্রহণ ও খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; • ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা রোধে বেঁক কালভার্ট/পাইপলেন টিনিং এর কাজ শুরু হয়েছে যা বর্ষার আগেই সমাপ্ত হবে। খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; • সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ছড়া/খালে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে উভয় পার্শ্বে আরপিসি রিটেনশন ওয়াল নির্মাণ, খাল খনন ও পুনঃখননের কার্যক্রম চলছে। <p>অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যাবস্থার কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে অর্থ বিভাগ তা দ্রুতভাবে সহে বিবেচনা করবে।</p> |
| ৭. হাওর এলাকায় ১০-১০০ দিনে আহরণযোগ্য উচ্চ ফলমশীল জাতের ধান চাষে কৃষকদের উদুচ্ছ করতে হবে। (কৃষি মন্ত্রণালয়) | <p>কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তুলনামূলকভাবে কম সময়ে আহরণযোগ্য বি. ধান-২৮, বি. ধান-৫৫, বি. ধান-৮১ এমন স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বোরো ধানের জাত আবাদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে; • দ্রুতভাবে সময়ে ফসল আহরণকল্পে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ের আওতায় ৭০% ডর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন যত্নপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট (বিনা) ১২৫-১৩০ দিনে আহরণযোগ্য কিছু অগ্রবাতী ধানের জাত (লাইন/মিউট্যান্ট) শনাক্ত করেছে যার ফলন প্রাপ্তি হেটেরে ৫.২-৫.৫ মে. টন; • ১৩০-১৩২ দিনে আহরণযোগ্য বিনাধান-১৯ এর ফলন প্রাপ্তি হেটেরে প্রায় ৫.০ মে. টন; • উবিষয়তে এ জাতগুলো থেকে বোরো মৌসুমের উপযোগী উন্নত জাত অবমুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| ৮. প্রচলিত ইটের পরিবর্তে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনসিটিউট (এইচবিআরআই) কর্তৃক উভাবিত কনক্রিট রান্নের ব্যবহার বৃক্ষি করতে হবে। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) | <p>গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা যথা গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, চট্টগ্রাম/খুলনা/ রাজশাহী/কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেছে।</p> <p>পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়েছে যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে ইটের বিকল্প হিসেবে কনক্রিট প্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার বিধান রয়েছে।</p> |

| গত সড়ার সিকাট | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|--|
| <p>৯. দুর্ঘেস্থির আগাম সতর্কবার্তা আরও কার্যকরভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (প্রতিরক্ষণ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্ঘেস্থির ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>কনক্রিট ব্লক প্রস্তুত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>প্রতিরক্ষণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> • আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ২৯ জুলাই ২০১৮ থেকে আবহাওয়া আইন কার্যকর করা হয়েছে; • World Meteorological Organization এর সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাসের সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; • আবহাওয়ার তথ্য দুট প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, Interactive Voice Recorder (IVR) [টোল-ফ্রি ১০৯০] এর মাধ্যমে দুর্ঘেস্থির আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করছে; • Weather App, বিএমডি এ্যাকুয়াকালচার অ্যাপ ও Current Weather App ইত্যাদি মোবাইল Apps এর মাধ্যমে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে; • ভূমিক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের জন্য Space and Remote Sensing Organization (SPARSO) দূর অনুধাবন (Remote Sensing) প্রযুক্তিভিত্তিক একটি গবেষণা কাজ আরম্ভ করেছে। গবেষণা কাজটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শেষ হবে; <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে:</p> <p>বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বন্যার তথ্য প্রদানের জন্য চালু রাখে। এ কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত নাগরিক সেবা ও তথ্য প্রেরণ করা হয় :</p> <ul style="list-style-type: none"> • নদ-নদীর ও বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন (দিনে ২বার); • ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট ও ১০ দিনের সম্মতাব্য আগাম বন্যার পূর্বাভাস; • বৃষ্টিপাতে ও প্লাবন মানচিত্র; • ৪টি স্থানে স্থাপনাভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান; • কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে আকস্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক ৩ দিনের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। <p>দুর্ঘেস্থির ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) থেকে দৈনিক দু'বার আবহাওয়ার অবস্থান, প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। |

| গত সভার সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়ন অগ্রণ্যতি |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্মাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/জলোঝামের সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে; আগাম সতর্কবার্তা জনগণের মধ্যে দ্রুত ও ব্যাপক প্রচারের জন্য সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক/ইউনিটসমূহকে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ, মেগাফোন ও সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে। |
| ১০. সভায় মুজিব কিল্লা নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। মুজিব কিল্লার ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রত্যাবিত ডিজাইন অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নির্ভিত করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | <ul style="list-style-type: none"> “মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন” প্রকল্পটি ৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়; প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বীস্টবায়িত হলে ৩৮টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। যার ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলকার মানুষের জীবন ও দশ্পদের সুস্থির হাস পাবে; প্রকল্পটির ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শেষ হবে। |
| ১১. মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | <p>বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে:</p> <p>মুজিব কিল্লার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যবসায়িক সংগঠনের মাধ্যমে মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজের বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অবহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে:</p> <p>মুজিব কিল্লার ভবন, মাঠ, অন্তন্য স্থাপনাগুলো প্রাচীবিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ যেমন: কমিউনিটি সেন্টার, বৈশাখী মেলাসহ বিড়িয়ে মেলা, রাজনৈতিক সংস্থা বা অন্যান্য কর্মসূচি, ধর্মীয় জয়ায়েত যেমন: জানাজা, দৈদের জামাত, বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেমন: সাপ্তাহিক/দৈনিক হাট বা বাজার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।</p> <p>এ স্থাপনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও মুজিব কিল্লা নির্মাণ করে সামাজিক বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেল প্রয়োজন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।</p> |
| ১২. (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়ে বর্ণিত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: | সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বর্ণিত মাননীয় মন্ত্রী/কর্মকর্তা বৃন্দকে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |



| গত সড়ার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রণি |
|--|--|
| <p>(১) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;</p> <p>(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;</p> <p>(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্টিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; এবং</p> <p>(৪) চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিসোর্চ সেন্সিং অরগানাইজেশন (স্পারসো)।</p> <p>১২ (খ) ‘যোগাযোগ মন্ত্রণালয়’ ভাগ হয়ে ‘সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়’ এবং ‘রেলপথ মন্ত্রণালয়’ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।</p> <p>১২ (গ) ‘স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়’, ‘দুর্যোগ মন্ত্রণালয়’ এবং ‘শিক্ষা মন্ত্রণালয়’ ভাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | |
| <p>১৩. উকার সরঞ্জাম বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃক্ষির জন্য প্রয়োজনে আরও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্টিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোষ্ট গার্ড ও জেলা প্রশাসনকে ২২০ কোটি টাকার উকার সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>তাছাড়া চীন সরকার থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকার উকার সরঞ্জামাদি ফায়ার সার্টিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>অনুসন্ধান ও উকার অভিযান, পরিচালনায় সক্ষমতা বৃক্ষির লক্ষ্যে ফায়ার সার্টিস ও সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোষ্ট গার্ড, পুলিশ, র্যাব, সিপিপি, জেলা প্রশাসন, রেড ক্রিসেট সোসাইটি, কাউটস ইত্যাদি সংস্থার জন্য বিশেষায়িত উকার সরঞ্জাম ও যানবাহন সংগ্রহের নিমিত্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে “ডুমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের উকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উকার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩য় পর্যায়)” প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।</p> |
| <p>১৪. (ক) দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত বাজেটে অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা।</p> <p>১৪. (খ) শিশুদের উপযোগী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। (অর্থ বিভাগ/ সংস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ‘গো-খাদ্য’ এবং ‘শিশু খাদ্য’ শীর্ষক দু’টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে উক্ত দু’টি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। |

| গত সড়ার শিকাত | বাত্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| <p>১৫. জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনে রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে কাটা জায়গায় ট্রিজ বা কালভার্ট স্থাপন করতে হবে। (স্থানীয় সরকার, পর্মী উন্নয়ন ও সমৰায় মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> • এলজিইডির আওতায় বাত্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পে রাস্তার কাজ বাত্তবায়নের সময় Catchment Area ও পানি প্রবাহ বিবেচনা করাসহ জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবদ্ধতা দূরীকরণ/পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক ট্রিজ/কালভার্ট/ ডেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হচ্ছে; • বন্যায় সৃষ্টি জলাবদ্ধতা দূরীকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কাটা জায়গায় ট্রিজ বা কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে; • গাজীপুর ও বুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি নিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; • বন্যায় সৃষ্টি জলাবদ্ধতা নিরসনকলে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে মাটার প্ল্যান অনুযায়ী কালভার্ট ও ডেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। <p>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> • সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় Hydrological ও Morphological সমীক্ষাসহ Environment Impact Assessment (EIA) করে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে; • মহাসড়ক বন্যায় নিমজ্জিত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাতন্ত্রিক রাখা হয়। কোন স্থানে পর্যাপ্ত Drainage Structure এর অভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে সেখানে মৃত্যু করে Culvert/Drainage Structure নির্মাণ করা হয়ে থাকে; • জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন অংশে তাৎক্ষণিকভাবে বাঁচা ডেন কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; • দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মঙ্গুদ্ধৃত Portable Steel Bridge (PSB) দ্বারা তাৎক্ষণিক সেতু সংযোগ স্থাপন করা হয়ে থাকে; • মহাসড়কে অবস্থিত বাজার অংশে প্রয়োজনে মহাসড়ক উঠু করে রিজিড পেডমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং Drainage ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ইতোমধ্যে ১৮,২৫৪টি ট্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে; |

| গত সভার সিফাত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১৩,০০০টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে; যে সব গ্রামীণ এলাকায় জলাবংশতা রয়েছে সে সব এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশন ও ব্রিজ/কালভার্ট তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| <p>১৬. বেছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ১৩ (১) অনুযায়ী দুর্যোগপূর্ণ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দৃত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোচারিতিক একটি কর্মসূচি প্রবলম্বন ও এর অধীনে “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপক” নামে একটি বেছাসেবক সংগঠন গঠন করতে হবে। এটি সিলিপি'র আদলে সম্প্রসারিত ও সমষ্টিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপক সংগঠন বলে গণ্য হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা দেৱা বিভাগ)</p> | <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপক সংগঠন” গঠনের উদ্যোগ প্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আনুষমন্ত্রণালয় সভা করে “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপক সংগঠন” এর বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়ার ওপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত প্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।</p> |
| <p>১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, প্রেছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <ul style="list-style-type: none"> দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩০ জন কর্মকর্তাকে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করবেছে। তাছাড়া জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১৬ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাড়াদান পুপ সদস্য ও বেছাসেবকদের মোট ১০,৩৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেছে; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯০ জন জনপ্রতিনিধি, প্রেছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিশের বিভিন্ন দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেছেন; ডুমিকম্পে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যত্নপাতি ব্যবহারে সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ Asian Institute of Technology (AIT) এর ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে Disaster Risk Reduction and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এবং এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের |

| গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|-------------------|---|
| | সমষ্টে একটি প্রতিনিধি দল ০৭-১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তাহাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ জুলাই ২০১৮ এ জাপানে NECO পরিদর্শন করেন। |

গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সদস্যগণ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। সভায় National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠায় জমি বরাদ্দ, Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত জমি বরাদ্দ প্রদান এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তেজগাঁও শিল্প এলাকার বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ভূমির সম্মত বিকল্প ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় এ এলাকা থেকে সিএসডি ভবিষ্যতে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে দৃত যোগাযোগ বিবেচনায় সিএসডি এর বর্ণিত জমিতে NEOC প্রতিষ্ঠা ঘূর্ণিযুক্ত হবে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগের প্রয়ামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা” এর খসড়া প্রশংসন করা হচ্ছে। সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কঙ্গুপক্ষ |
|--|--|
| ১. NEOC প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকান্ত তেজগাঁও সিএসডির জমি হতে কমপক্ষে ১ একর জমি দৃত বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | খাদ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ২. বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, যানজট বিবেচনাপূর্বক সার্বিক নগর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত সিএসডি অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরীর বাহিরে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ৩. Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত ঢাকার পূর্বাচলে ৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও প্রয়োজনীয় বাজেট এর ব্যবস্থা ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এর খসড়া বিধিমালা পরিয়েক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিটে সদস্য সচিব হিসেবে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সদস্য হিসেবে সচিব, অর্থ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। | অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণে নদী বা খালের স্থানাবিক পানি প্রবাহ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এজন্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একত্রে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জেলা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সর্তকবার্তা কমিউনিটি পর্যায়ে পৌছানোর জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সেনা প্রধান জানান যে ঢাকা নগরীসহ অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবল নগরীতে রামা ঘরসহ অন্যান্য

তবনে গ্যাস লাইনের সংযোগ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা থেকে ভূমিকশ্পের সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এফেক্টে গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা অটো-শাটডাউন সিস্টেমে নিয়ে আসতে হবে।

অগ্নি নির্বাপণে সুটক তবনের ডিজাইনে অথবা নির্মিত তবনে ল্যাভিং স্টেশনের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উকার ও অগ্নি নির্বাপণ কাজ সহজে করতে পারবে। অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি তবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা তবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সভায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সফরমতা উন্নয়নে স্বতন্ত্র ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় আরো জানানো হয় ভূমিকশ্পে কার কি করণীয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের সচেতনতামূলক প্রচার উপকরণ তৈরি ও এগুলো যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত সিকাত গ্রহণ করা হয়:

| সিকাত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|---|
| ৫. বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সফরমতা উন্নয়নে ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিকাত গৃহীত হয়। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ৬. অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি তবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা তবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

আলোচনাসূচি-৩: সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার চকবাজারসহ চুড়িহাটী, বনানীর এফ.আর, টাওয়ার, গুলশান-১ এর কাঁচাবাজার ও সুপার মার্কেট, খিলগাঁও ডিএসসিসি কাঁচাবাজার, সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায়ে সুলতানপুর/মুনিয়াটায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ফয়সলতি ও গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়।

| সিকাত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--|
| ৭. অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃক্ষির যথাযথ ও সমরিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি তবনে Emergency Exit রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলসহ শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃক্ষি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃক্ষি পায়। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষণ বিভাগ/কারিগরি ও মান্দ্রাসা শিক্ষণ বিভাগ |
| ৮. ফায়ার সার্ভিসের দুর্যোগবৃক্ষি হাস ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদারকরণে মাস্টার প্লান হাসনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |

আলোচনাসূচি-৪: সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ

সভায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে SOD হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও/আইএনজিও প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মতামতের জন্য খসড়া প্রেরণ এবং সুপারিশ ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সময়সূচি কমিটিতে খসড়া SOD পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে উপস্থাপনের সিক্ষাত্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে হালনাগাদকৃত SOD ২০১৯ এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনাতে কাউন্সিল জাতীয় ব্যবস্থাপনা সিক্ষাত্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সভায় পটভূমি ও নীতিকাঠামোকে দু'টি পৃথক অধ্যায়ে দেখানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে SOD এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বীকৃত বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ করে পুষ্টিকৃত প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

| সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|---|
| ৯. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ এর সংশোধিত খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

আলোচনাসূচি-৫: বিবিধ

বিবিধ ৫ (ক): জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ ঘটনা বৃক্ষ পাছে বিধায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বৃক্ষ উভয়কে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৃক্ষ প্রশমন ও অভিযোগজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা প্রয়োজন। গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়কেও কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হাস-বৃক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনাতে নিম্নবর্ণিত সিক্ষাত্ত গ্রহণ করা হয়:

| সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--|
| ১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয় হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিক্ষাত্ত গৃহীত হয়: (১) মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২) মাননীয় মন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৩) সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |

বিবিধ ৫ (খ): দুর্যোগবুঝি হাস ও সাড়াদানে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ১৩-১৭ মে ২০১৯ অনুষ্ঠে GPDRR এর সেশনে অংশগ্রহণ, শিল্প/বাণিজ্যিক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীয়, অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষেছাসেবক কার্যক্রম ও দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদানে শয়োজনীয় বাজেট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগবুঝি হাস, রাসায়নিক দুর্যোগবুঝি ব্যবস্থাপনা, আপদকালীন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নলিখিত সিক্তান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

| সিক্তান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ১১. সেবাই ক্রেসওয়ার্ক এর Target -E অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগবুঝি হাস কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক Country Position paper প্রয়োগ ও GPDRR 2019 এ উপস্থাপন করা হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগবুঝি হাস কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় |
| ১২. প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব দুর্যোগ সাড়াদান টিম গঠন, প্রয়োজনীয় উভার সরঞ্জামাদি সংগ্রহে রাখা এবং আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান। | শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ |
| ১৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে দুর্যোগ বুঝি হাস ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে, এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ দুর্যোগ বুঝি হাস সংক্রান্ত বাজেট কোড সৃষ্টি করে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ। |
| ১৪. সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় অগ্নিনির্বাপন ও দুর্যোগবুঝি হাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর বাস্তবায়ন। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৫. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) ষেছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ বুঝি হাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উভার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের ষেছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মান্দ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
| ১৬. বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টিসহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে ফসল বক্ষস্থার্থে কার্যকর প্রযুক্তি উভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। | কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ১৭. আবাসিক এলাকা হতে রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, গুদাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষিত বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগবুঝি হাস এবং সাড়াদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; | স্থানীয় সরকার বিভাগ |

| সিরান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--------------------------|
| ১৯. দুর্যোগবুঝি হাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রতিটি স্থান্ত্ব সেবা বিভাগ হাসপাতালের জন্য প্রত্যুত্তিমূলক ও আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন। | |

মন্ত্রিপরিষদ সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডাঃ মো: এনামুর রহমান এমপি-কে
সমাপনী বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগ
মোকাবিলায় সঙ্কটমতা বৃক্ষির বিষয়ে এবং সারিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃক্ষিতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করায়ে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিলের সম্মানীত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ
করেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চত ইওয়ার লক্ষ্যে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগবুঝি অবহিতকরণ উভয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে
বাংলাদেশের অগ্রাধ্যাত্মা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ধ্যক্ত করেন।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

—/—/—
মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

—/—/—
শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

সভার উপস্থিতি তাজিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামোলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র. | নাম ও পুঁথী | প্রতিশ্রূতির নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | যোগাযোগ |
|------|--|------------------|--------------------|---|
| ১ | শ্রী. প্রজ্ঞান পাতি সচিব সভাপতি ও প্রধান প্রযোজন ব | | ০১৭২২৪৭৬৫৩৬ | মেইল সম্পর্কসম্বোধন মন্ত্রণা। |
| ২ | শ্রী. প্রবীর বৰুৱা অফিস সচিব সভাপতি ও প্রধান প্রযোজন | | ০১৭১১৫৫৭২২৩ | মেইল mpo.officer.sovar@gmail.com |
| ৩ | শ্রীমতি ধীরজি পুরুষ প্রতিপক্ষ সী পরিষদ | | ০১৭১২০৫৫৭৯ | মেইল |
| ৪ | শ্রীমতি প্রবীর প্রতিপক্ষ সী পরিষদ | | ০১৭১১০০০০০০০০০০০০০ | |

সভার উপস্থিতি তালিকা

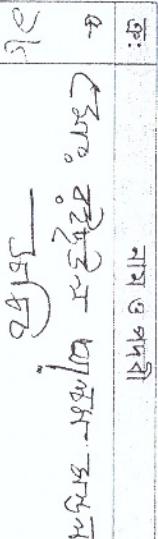
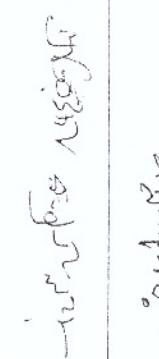
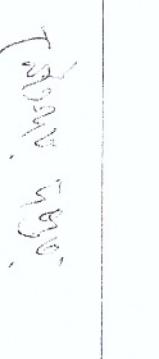
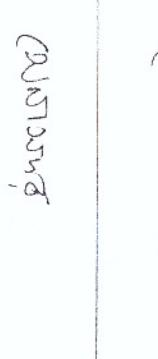
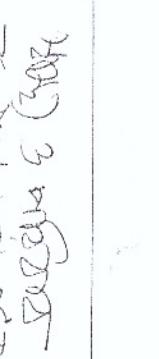
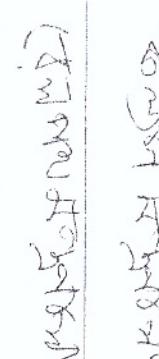
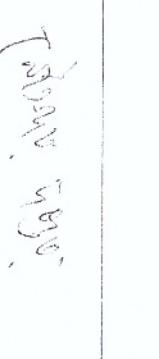
বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: ঢামেনী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিশ্রুতির নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|------------------------|------------------|--|----------|
| ১. | জেনেরেল প্রেস | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ২. | আজমগুপ্ত প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৩. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৪. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৫. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৬. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৭. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৮. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ৯. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |
| ১০. | অসম প্রেস মাসিয়া | ১০.৩০.৭৮ | ০২৯২২৯২৯৯৮৫ abutim@1095@ Gmail.com | ১০০% |

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | শাক্তর |
|------|----------------------|------------------|-----------------|--------|
| ২২ | সুজি পাতিল পাতিল ২৪০ | প্রতিষ্ঠান পাতিল | ০১৫৫২-৩১৯২৩৬ | |
| ২৩ | | | | |
| ২৪ | | | | |
| ২৫ | | | | |
| ২৬ | | | | |
| ২৭ | | | | |
| ২৮ | | | | |
| ২৯ | | | | |
| ৩০ | | | | |
| ৩১ | | | | |
| ৩২ | | | | |
| ৩৩ | | | | |
| ৩৪ | | | | |
| ৩৫ | | | | |
| ৩৬ | | | | |
| ৩৭ | | | | |
| ৩৮ | | | | |
| ৩৯ | | | | |
| ৪০ | | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|--|---|
| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
| ১ | ডেম. সচিবের প্রাক্তন উপস্থিৎ প্রাচৰ | সচিব ও প্রতিপাদ্য | Secretary @ moif.gov.bd 01712278109 |  |
| ২ | প্রিয়াজি প্রাক্তন উপস্থিৎ | প্রতিপাদ্য | 01712278109 |  |
| ৩ | প্রিয়াজি প্রাক্তন উপস্থিৎ | (প্রতিপাদ্য) | 01712278109 |  |
| ৪ | প্রিয়াজি প্রাক্তন উপস্থিৎ | (প্রতিপাদ্য) | 01712278109 |  |
| ৫ | নি: গোপন প্রাক্তন উপস্থিৎ | প্রিয়াজি | 01712278109 |  |
| ৬ | প্রিয়াজি প্রাক্তন উপস্থিৎ | প্রিয়াজি | 01712278109 |  |
| ৭ | প্রিয়াজি | প্রিয়াজি | 01712278109 |  |
| ৮ | প্রিয়াজি | প্রিয়াজি | 01712278109 |  |

1

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও হোমেইল | প্রতিশ্রূতির নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | যোগ্যতা |
|------|---------------------------|------------------|---|---------|
| ১ | (স্ব. মাইকেল কেন্ডেল) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৫৫৬৩১৫৫০৭ michaelkendall@ymail.com | অনুমতি |
| ২ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৩ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৪ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৫ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৬ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৭ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |
| ৮ | (স্ব. রামেশ কুমার পাতেগু) | মুক্তি প্রযোগ | ০১৭৩০৯১৫৬৬ ramesh.p@windtel.com.bd | অনুমতি |

| ক্ষ: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্থান |
|------|--|--|--|-------|
| ১ | বাবুলো - যোগেশ জয়ারি: মোহীর | বাবুলো - যোগেশ | 01712345678 tammim@tclfinance.com | ১০১ |
| ২ | কুমিল্লা রাজকুমাৰ জয়চন্দ্ৰ: কুমাৰ | কুমিল্লা রাজকুমাৰ (কুমাৰ জয়চন্দ্ৰ) | ০২৭২২০৮৭৪৪৪ | ১০২ |
| ৩ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৩ |
| ৪ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৪ |
| ৫ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৫ |
| ৬ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৬ |
| ৭ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৭ |
| ৮ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৮ |
| ৯ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১০৯ |
| ১০ | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা | বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা - (বিজয় কুমাৰ শৰ্ম্মা) | 01712345678 mohit.moshiur@gmail.com | ১১০ |

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | ফাফ্স |
|------|--|---|---|-------|
| ১ | MD SAZZAD HUSSAIN Brig Gen | Fire Service & Civil Defense | 01730002321 ASOFireservice.gov.bd | ৩ |
| ২ | MD. SHATHID UZZMAN Soy. in Charge Secretary, Division of Environment | MOTTA | 01730585248 mujganu4733@gmail.com | ১৩ |
| ৩ | G.M. Sadequzzaman Secretary | Medical Edn. and Family Welfare Divn. Health and Family Welfare Ministry. | 01717045910 cyclone.com | ২০০ |
| ৪ | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মানুসা শিক্ষা বিভাগ
এসডিজি, এপিএ, এনআইএস ও ইনোভেশন সেল

নং- ৫১.০০.০০০০.০৪৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০

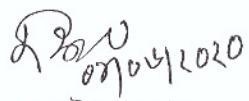
তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭বঙ্গাব্দ
০১ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত সিকান্সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩, তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে প্রেরণ প্রেক্ষিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫ নং সিকান্সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফট কপি) আগামী ০৩/০৬/২০২০ তারিখের
মধ্যে (tmedsdgcell@gmail.com) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৭ পৃষ্ঠা।


(মোঃ নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৮১০৫০১২৯
Email: tmedsdgcell@gmail.com

কার্যালয়ে বিতরণ (জ্যোষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০২। মহাপরিচালক, মানুসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গাইড হাউস, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
- ০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানুসা শিক্ষা বোর্ড, ২ নং অরফানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ০৫। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
- ০৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মানুসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ০১। সচিব মহোদয়ের একাত্ম সচিব, কারিগরি ও মানুসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০২। মুগ্ধসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মানুসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০৩। অফিস কপি।

| | |
|---|--------------------------------|
| জাতীয় সচিব (প্রশাসন ও উক্তি) এর মতে | |
| তারিখ মুক্তি দিয়েছে ২৫৬ | তারিখ মন্তব্য করেছে ২৭১/২০২ |
| মন্তব্য করেছে (ধোসগ) | |
| মন্তব্য করেছে (জনসে) | |
| মন্তব্য করেছে (প্রকৃতি) | |
| মন্তব্য করেছে (প্রক্রিয়া) | |
| অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি আবশ্যিক) | |

স্মারক নম্বর-৫১,০০,০০০০,৩২২,৩৮,০০৫,১৮-৮৩

| | |
|---|--------------------------------|
| জাতীয় অন্তর্দানলয় কারিগরি ও মানুসাং শিক্ষা বিভাগ সচিবের মত্ত্বে | |
| তারিখ মন্তব্য করেছে ২০৮৬ | তারিখ মন্তব্য করেছে ২০৮৭/২০ |
| অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উক্তি) | মন্তব্য করেছে (জনসে) |
| অতিরিক্ত সচিব (উক্তি) | মন্তব্য করেছে (জনসে) |
| অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) ১/১ | উপ প্রকান (পরিকল্পনা) |
| অতিরিক্ত সচিব (প্রকৃতি ও আইন) ১/২ | উপসচিব (SDG) |
| যোগসচিব (প্রশ ও অর্থ) | উপসচিব |
| যোগসচিব (কারিগরি) | |
| একসঙ্গ সচিব | |

তারিখঃ ০৯ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)'-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত কাউন্সিলের গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জানা আবশ্যিক।

২. এমতাবস্থায়, NDMC-এর সভায় গৃহীত ৭/১৩ ও ১৫নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড ও সফ্ট কপি বিশেষ বাহক মারফত এবং ই-মেইলে (korban.ali@modmr.gov.bd) আগামী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ কার্যবিবরণী ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

(মোঃ কোরবান আলী)
মোঃ কোরবান আলী
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৮

সচিব

কারিগরি ও মানুসাং শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাক্কা।

সদয় জাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
- ২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
- ৩। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।

‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

ও

সভাপতি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

স্থান : ঢামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯

সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবুদ্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে আহ্বান জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ সভার আলোচাসূচি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি পর্যালোচনা, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ, সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ, দুর্যোগ কুকি হাসে প্রস্তুতিমূলক ও আর্জন্তাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পর্যালোচনাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত্র করেন। অতএব তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূচনা বক্তব্যে বলেন যে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন একটি শক্তিশালী তত্ত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিকাড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ নামাবিধ কর্মসূচিতের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন করেন। মুজিব কিলা নির্মাণসহ দুর্যোগকুকি হাসে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাছে। টোগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ি, এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে মিতে হবে। আবার সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের নানামুখী দৃন্দের কারণে এবং প্রযুক্তিগত বিপ্রাট ও মনুষ্যসৃষ্টি কারণেও আমাদেরকে নতুন নতুন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রযুক্তি আমাদের আরাম দেয় কিন্তু কুকি বাড়ায়। সাম্প্রতিক অগ্নি দুর্ঘটনাগুলোতে দেখা যায় যে যাঁরা ভবন ব্যবহার করছেন তারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এফআর টাওয়ারে দেখা যায় অনুরোধিত পরিকল্পনায় চুলার সংস্থান/ অনুমোদন ছিল না, কিন্তু চুলা বনানো হচ্ছে। আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আবার দেখা যায় যে জরুরি নির্মাণ পথগুলো মালোমাল রাখার কারণে হয় বুক ছিল অথবা ভবন ব্যবহারবারীগুল এর অবস্থান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। ফলে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। একই সাথে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আগন লাগলে কী করতে হবে তার নিজস্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। আসরা যায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিবেশ্বর-কে বিভিন্ন ঘৃত্পাতি কিনে দিয়েছি, দিছি এবং ডিবিয়েতে আরও ক্রয় করা হবে। সুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের সময় কর্মীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে কর্মীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

অতএব মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচাসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ কামালকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

১.০ তিনি সভাকে জানান যে, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর অনুলিপি আজকের সভায়ও সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন কিংবা সংযোজন/বিয়োজনের কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ২: গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

| গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|--|
| ১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ৩২ অনুযায়ী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করা। (অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | অর্থ বিভাগ ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জানিয়েছে যে প্রস্তাবিত তহবিল গঠন ও কার্যকর করার জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : ক) তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, খ) তহবিলের ব্যাংক হিসাব খোলা সম্পর্কিত বিষয়াদি, গ) তহবিলের অর্থ বিতরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ২. National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তেজগাঁও শিয়া এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি দুটি ব্যান্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ্রাম ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি চাকাস্থ তেজগাঁও এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের CSD এর ১ একর জমি NEOC এর জন্য চিহ্নিত করেছে। |
| ৩. NEOC এবং Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note সভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট টেকহোভারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক NEOC-এর Concept Note ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে। (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক NEOC এর Concept Note চূড়ান্ত করা হয়েছে। |
| ৪. উকার কার্যে সরঞ্জাম ব্যবহার ও রাফ্ফণাবেক্ষণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, এফিডি ও বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বিজিবির প্রশিক্ষণ স্টেটিউলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ প্রবর্তী সময়ে কর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর |

| গত সভার সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়ন অগ্রণি |
|---|---|
| | <p>ব্যবস্থাপনায় Urban Search and Rescue বিষয়ে বিজিরি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;</p> <p>মশস্তু বাহিনী বিভাগ থেকে জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> উদ্ধার কার্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ফরমেশন/স্টার্টির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; <p>সুরক্ষা দেৱা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্টিস ও সিডিল ডিফেল অধিদপ্তরে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাত্র/সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> |
| ৫. বীথি নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নভেড়রের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক ডিসেবেরের মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। (পানিসংস্পর্শ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ) | <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে বীথি নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রয়োজনীয় অর্থ নভেড়রের মধ্যে প্রেরণ এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p> <p>অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাজেট ব্যবাদের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।</p> |
| ৬. নদী বা খালের গতিপথকে কেন্দ্রভাবেই বীধ্বংস করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী নদী/খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (পানিসংস্পর্শ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ) | <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫৪৬ কিঃ মিৎ নদী পুনঃখনন করেছে; ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০০১ কিঃ মিৎ নদী চেজিং/পুনঃখনন কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫২ কিঃ মিৎ নদী চেজিং/পুনঃখনন সমাপ্ত হয়েছে; ৬৪টি জেলায় ৫৩০৮টি হেট নদী, খাল ও জলাশয়ের নাব্যতা বৃক্ষি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পুনঃখননের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০,০০০ কিঃ মিৎ। <p>স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> এলজিইডির চলমান ৩টি প্রকল্পে ৩০১ কিঃ মিৎ খাল পুনঃখননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; রংপুর সিটি কর্পোরেশনের শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃখনন ও সংস্থারের কাজ চলমান রয়েছে; কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে; গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে; ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ২৬টি খালের মধ্যে ১৭টি খালের ৩০ কিঃ মিৎ পুনঃখনন করা হয়েছে। ফলে খালের গভীরতা বেড়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃক্ষি |

| গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রণ্যতা |
|---|---|
| | <p>পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি খাল পুনঃখননসহ গরিকারকদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;</p> <ul style="list-style-type: none"> • হাজারীবাগ, মাড়া, বাইশটকি, বেগুনবাড়ি, কুর্মিটালার খালগুলোর যে সকল অংশ বেসরকারি জায়গায় বিদ্যমান সে সকল অংশে জমি অধিশৃঙ্খল ও খননের ব্যবহাৰ প্রহণ কৰা হয়েছে; • ঢাকা মহানগরীর জনাবকতা রোধে বজ্র কালভার্ট/পাইপলেন ট্রিনিং এৰ কাজ শুরু হয়েছে যা বৰ্ষৰ আগেই সমাপ্ত হবো। খালেৰ অবৈধ দখল উচ্ছব কাৰ্যক্রম চলমান রয়েছে; • সিলেট সিটি কর্পোৱেশনেৰ হড়া/খালে অবৈধ দখলদাৰ উচ্ছব কৰে উভয় পাৰ্শ্বে আৱসিসি রিটেনশন ওয়াল নিৰ্মাণ, খাল খনন ও পুনঃখননেৰ কাৰ্যক্রম চলছে। <p>অৰ্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰতে পাৰে। এ ক্ষেত্ৰে অৰ্থ বৰাদ্দেৰ কোনো প্ৰত্বাৰ পাওয়া গেলে অৰ্থ বিভাগ তা দ্বৃত্তাৰ সাথে বিবেচনা কৰবো।</p> |
| <p>৭. হাওৰ এলাকায় ৯০-১০০ দিনে আহৰণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতেৰ ধান চাষে কৃষকদেৱ উন্নুজ কৰতে হবো। (কৃষি মন্ত্রণালয়)</p> | <p>কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • কৃষি সম্প্ৰসাৱণ অধিদপ্তৰ তুলনামূলকভাৱে কম সময়ে আহৰণযোগ্য ত্ৰি ধান-২৮, ত্ৰি ধান-৫৫, ত্ৰি ধান-৮১ এমন স্বৰূপ জীৱনকাল সম্পন্ন বোৱো ধানেৰ জাত আৰাদেৱ পৱনামৰ্শ দিয়ে যাচ্ছে; • দ্বৃত্তম সময়ে ফলন আহৰণকৰে খামার যান্ত্ৰিকীকৰণ প্ৰকল্পেৰ আওতায় ৭০% ভৰ্তুকি মূল্যে বিভিন্ন যত্নপাতি সৱবৰাহ কৰা হচ্ছে; • বাংলাদেশ পৱনামু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট (বিনা) ১২৫-১৩০ দিনে আহৰণযোগ্য কিছু অগ্ৰবৰ্তী ধানেৰ জাত (লাইন/মিউটেন্ট) শনাক্ত কৰেছে যাৰ ফলন প্ৰতি হেক্টেইনে ৫.২-৫.৫ মে: টন; • ১৩০-১৩২ দিনে আহৰণযোগ্য বিনাধান-১৯ এৰ ফলন প্ৰতি হেক্টেইনে প্ৰায় ৫.০ মে: টন; • উবিষ্যতে এ জাতগুলো থেকে বোৱো মৌসুমেৰ উপযোগী উন্নত জাত অবসুত্তু কৰাৰ সম্ভাৱনা রয়েছে। |
| <p>৮. প্ৰচলিত ইটেৰ পৱিবৰ্তে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসাৰ্স ইনসিটিউট (এইচবিআরআই) কৰ্তৃক উন্নৱিত কনক্ৰিট ইলকেৰ ব্যবহাৰ বৃক্ষি কৰতে হবো। (গ্ৰাম্য ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ পৱিবেশ, বন ও জলবায়ু পৱিবৰ্তন মন্ত্রণালয়)</p> | <p>গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অধীনস্থ সকল দপ্তৰ/সংস্থা যথা গণপূর্ত অধিদপ্তৰ, রাজটক, চট্টগ্ৰাম/খুলনা/ রাজশাহী/কঢ়াবাজাৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কৰ্তৃপক্ষকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰেছে।</p> <p>পৱিবেশ, বন ও জলবায়ু পৱিবৰ্তন মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়েছে যে 'ইট প্ৰস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্ৰণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' প্ৰয়োজন কৰা হয়েছে। এ আইনে ইটেৰ বিকল্প হিসেবে কনক্ৰিট ইলক উৎপাদন ও ব্যবহাৰ বাধ্যতামূলক কৰাৰ বিধান রয়েছে।</p> |

| গত সড়ার সিকাত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| <p>৯. দুর্ঘেস্থের আগাম সতর্কবার্তা আরও কার্যকরভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্ঘেস্থ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>কনক্রিট ইলক প্রস্তুত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> • আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ২৯ জুলাই ২০১৮ থেকে আবহাওয়া আইন কার্যকর করা হয়েছে; • World Meteorological Organization এর সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাসের সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; • আবহাওয়ার তথ্য দুটি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, Interactive Voice Recorder (IVR) [টোল-ফ্রি ১০৯০] এর মাধ্যমে দুর্ঘেস্থের আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করবে; • Weather App, বিএমডি গ্যাকুয়াকালচাৰ অ্যাপ ও Current Weather App ইত্যাদি মোবাইল Apps এর মাধ্যমে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে; • ভূমিক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের জন্য Space and Remote Sensing Organization (SPARSO) দূর অনুধাবন (Remote Sensing) প্রযুক্তিভিত্তিক একটি গবেষণা কাজ আরম্ভ করেছে। গবেষণা কাজটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শেষ হবে; <p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে:</p> <p>বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বন্যার তথ্য প্রদানের জন্য চালু রাখে। এ কেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত নাগরিক সেবা ও তথ্য প্রেরণ করা হয় :</p> <ul style="list-style-type: none"> • মদ-নদীর ও বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন (দিনে ২বার); • ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট ও ১০ দিনের সম্ভাব্য আগাম বন্যার পূর্বাভাস; • বৃষ্টিপাত ও প্লাবন মানচিত্র; • ৪টি স্থানে স্থাপনাভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান; • কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে আকশ্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক ও দিনের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। <p>দুর্ঘেস্থ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) থেকে দৈনিক দু'বার আবহাওয়ার অবস্থান, প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। |

| গত সভার সিফার্ট | বাস্তবায়ন অগ্রণি |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে ঘূর্ণিবাড়ি/জলোঞ্চাদের সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে; আগাম সতর্কবার্তা জনগণের মধ্যে দুটি ও ব্যাপক প্রচারের জন্য সিপিপি-র বেছাসেবক/ইউনিটসমূহকে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ, মেগফোন ও সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে। |
| ১০. সভায় মুজিব কিল্লা নির্মাণের নীতিগত সিফার্ট হয়। মুজিব কিল্লার ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রশাসিত ডিজাইন অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | <ul style="list-style-type: none"> “মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন” প্রকল্পটি ৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একদেক সভায় অনুমোদিত হয়; প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৮টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। যার ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলকার মানুষের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা হাস পাবে; প্রকল্পটির ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শেষ হবে। |
| ১১. মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | <p>বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে:</p> <p>মুজিব কিল্লার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যবসায়িক সংগঠনের মাধ্যমে মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজের বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অবহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে:</p> <p>মুজিব কিল্লার ভবন, মাঠ, অন্যান্য স্থাপনাগুলো আভাবিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ যেমন: কমিউনিটি সেক্টার, বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন মেলা, রাজনৈতিক সংস্থা বা অন্যান্য কর্মসূচি, ধর্মীয় জামায়েত যেমন: জানাজা, দৈদের জামাত, বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেমন: সাষ্টাইক/দৈনিক হাট বা বাজার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।</p> <p>এ স্থাপনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সমিতি, দেছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও মুজিব কিল্লা নির্মাণ করে সামাজিক বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেল প্রয়োজন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।</p> |
| ১২. (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজাপনের মাধ্যমে নিয়ে বর্ণিত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিফার্ট নেওয়া হয়: | সরকারি গেজেটে প্রজাপন জারির মাধ্যমে বর্ণিত মানবীয় মন্ত্রী/কর্মকর্তাবৃন্দকে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |



| গত সভার সিক্ষাত্মক অন্তর্বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রণি |
|---|--|
| <p>(১) মানবীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;</p> <p>(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;</p> <p>(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; এবং</p> <p>(৪) চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিসেট সেন্টার অরগানাইজেশন (স্পারসো)।</p> | |
| <p>১২. (খ) 'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়' ডাগ হয়ে 'সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মানবীয় পদ্ধতিগত কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।</p> | |
| <p>১২. (গ) 'স্বাস্থ্য ও পরিবার বিল্যান মন্ত্রণালয়', 'স্বরক্ষ মন্ত্রণালয়' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' ডাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।</p> <p>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | |
| <p>১৩. উকার সরঞ্জাম বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আরও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মন্ত্রুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সেনাবাহিনী, মৌবাহিনী, কোষ্ট গার্ড ও জেলা প্রশাসনকে ২২০ কোটি টাকার উকার সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>তাছাড়া চীন সরকার থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকার উকার সরঞ্জামাদি ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্সকে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>অনুসন্ধান ও উকার অভিযান পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী, মৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোষ্ট গার্ড, পুলিশ, রায়ব, সিপিপি, জেলা প্রশাসন, রেড ক্রিসেট সোসাইটি, ফাউটস ইন্ডাস্ট্রি সংস্থার জন্য বিশেষায়িত উকার সরঞ্জাম ও যানবাহন সংগ্রহের নিমিত্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে "ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগেতর উকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উকার যত্নপ্রাপ্তি ক্রয় (৩য় পর্যায়)" প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।</p> |
| <p>১৪. (ক) দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত বাজেটে অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা।</p> <p>১৪. (খ) শিশুদের উপযোগী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা।</p> <p>(অর্থ বিভাগ/ সৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'গো-খাদ্য' এবং 'শিশু খাদ্য' শীর্ষক দু'টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে উক্ত দু'টি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। |

| গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| <p>১৫. জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবক্তা দূরীকরণে প্রয়োজনে রাষ্ট্র কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে কাটা জায়গায় ত্রিজ বা কালভার্ট স্থাপন করতে হবে। (হানীয় সরকার, পর্যী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <p>স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> • এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকরে রাষ্ট্রীয় কাজ বাস্তবায়নের সময় Catchment Area ও পানি প্রবাহ বিবেচনা করাসহ জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবক্তা দূরীকরণ/পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ত্রিজ/কালভার্ট/ ডেনেজ স্থাকচার নির্মাণ করা হচ্ছে; • বন্যায় সৃষ্টি জলাবক্তা দূরীকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাষ্ট্র কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কাটা জায়গায় ত্রিজ বা কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে; • গাঢ়ীপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি নিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; • বন্যায় সৃষ্টি জলাবক্তা নিরসনকরে দিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে মাস্টার প্লান অনুযায়ী কালভার্ট ও ডেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। <p>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছে যে</p> <ul style="list-style-type: none"> • সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকালের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় Hydrological ও Morphological সমীক্ষাসহ Environment Impact Assessment (EIA) করে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে; • মহাসড়ক বন্যায় নিয়মিত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাংকশিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্থানীয় রাখা হয়। কোন স্থানে পর্যাপ্ত Drainage Structure এর অভাবে জলাবক্তা দেখা দিলে সেখানে নতুন করে Culvert/Drainage Structure নির্মাণ করা হয়ে থাকে; • জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে অতিবৃষ্টির কারণে জলাবক্তা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন অংশে তাংকশিকভাবে কাচা ডেন কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; • দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মজুদকৃত Portable Steel Bridge (PSB) দ্বারা তাংকশিক সেতু সংযোগ স্থাপন করা হয়ে থাকে; • মহাসড়কে অবস্থিত বাজার অংশে প্রয়োজনে মহাসড়ক টেচু করে রিজিড পেভেমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং Drainage ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • জলোছাস বা বন্যায় সৃষ্টি জলাবক্তা দূরীকরণের জন্য ইতোসময়ে ১৮,২৫৪টি ত্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে; |

| গত সড়ার সিক্ষান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত শ্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১৩,০০০টি শ্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে; যে সব গ্রামীণ এলাকায় জলাবদ্ধতা রয়েছে সে সব এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিয়াশন ও শ্রীজ/কালভার্ট তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| <p>১৬. ষেষাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ১৩ (১) অনুযায়ী দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দৃত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও এর অধীনে “জাতীয় দুর্যোগ ষেষাসেবক” নামে একটি ষেষাসেবক সংগঠন গঠন করতে হবে। এটি সিপিপি’র আদলে সম্প্রসারিত ও সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ ষেষাসেবক সংগঠন বলে গণ্য হবে।</p> <p>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ)</p> | <p>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক “জাতীয় দুর্যোগ ষেষাসেবক সংগঠন” গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে “জাতীয় দুর্যোগ ষেষাসেবক সংগঠন” এর বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়ার ওপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।</p> |
| <p>১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, ষেষাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।</p> <p>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)</p> | <ul style="list-style-type: none"> দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩০ জন কর্মকর্তাকে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১৬ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাড়াদান গুপ্ত সদস্য ও ষেষাসেবকদের মোট ১০,৩৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯০ জন জনপ্রতিনিধি, ষেষাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্যোগ মোকাবিলায় দফতর অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন; ভূমিকম্পে উক্তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ Asian Institute of Technology (AIT) এর ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে Disaster Risk Reduction and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এবং এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের |

| গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|-------------------|---|
| | সময়ে একটি প্রতিনিধি দল ০৭-১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থাইলান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। আছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ জুলাই ২০১৮ এ জাপানে NEOC পরিদর্শন করেন। |

গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সদস্যগণ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। সভায় National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠায় জমি বরাদ্দ, Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত জমি বরাদ্দ প্রদান এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তেজগাঁও শিল্প এলাকার বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ভূমির সন্তোষ্য বিকল্প ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় এ এলাকা থেকে সিএসডি ভবিষ্যতে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে দ্রুত যোগাযোগ বিবেচনায় সিএসডি এর বর্ণিত জমিতে NEOC প্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত হবে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগের প্রামাণ্যের আলোকে ইতোমধ্যে “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা” এর খসড়া প্রয়োগ করা হয়েছে। সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--|
| ১. NEOC প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ তেজগাঁও সিএসডির জমি হতে কমপক্ষে ১ একর জমি দ্রুত বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | খাদ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ২. বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, যানজট বিবেচনাপূর্বক সার্বিক নগর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত সিএসডি অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরীর বাহিরে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ৩. Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত ঢাকার পূর্বাচলে ৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও প্রয়োজনীয় বাজেট এর দ্বিতীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এর খসড়া বিধিমালা পরিচালনা-নিরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সদস্য হিসেবে সচিব, অর্থ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। | অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে বীজ/কালভার্ট নির্মাণে নদী বা খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এজনে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একত্রে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জেলা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেক্টারের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা কমিউনিটি পর্যায়ে পৌছানোর জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সেনা প্রধান জানান যে ঢাকা নগরীসহ অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবণ নগরীতে রান্না ঘরসহ অন্যান্য

ভবনে গ্যাস লাইনের সংযোগ বুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা থেকে ভূমিকশ্চের সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একেরে গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা অটো-শাটডাউন সিস্টেমে নিয়ে আসতে হবে।

অগ্নি নির্বাপণে সুটিচ ভবনের ডিজাইনে অথবা নির্মিত ভবনে ল্যান্ডিং ষ্টেশনের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্সসহ অন্যান্য উদ্বারকারী দল উদ্বার ও অগ্নি নির্বাপণ কাজ সহজে করতে পারবে। অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সভায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সকল মত্তা উন্নয়নে সতত ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়। আলোচনায় আরো জানানো হয় ভূমিকশ্চে কার কি করণীয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের সচেতনতামূলক প্রচার উপকরণ তৈরি ও এগুলো যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত সিকান্ড গ্রহণ করা হয়:

| সিকান্ড | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--|
| ৫. বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সচেতনতা উন্নয়নে ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিকান্ড গৃহীত হয়। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপুর্তি মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ৬. অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপুর্তি মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

আলোচনাসূচি-৩: সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার চকবাজারসহ চুড়িহাটী, বনানীর এফ.আর. টাওয়ার, গুলশান-১ এর কৌচাবাজার ও সুপার মার্কেট, খিলগাঁও ডিএসসিসি কৌচাবাজার, সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাধীন সুলতানপুর/ মুসিয়াটায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি ও গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়।

| সিকান্ড | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ৭. অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় বাত্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃক্ষির যথাযথ ও সমষ্টিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনে Emergency Exitii রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। সুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃক্ষি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃক্ষি পায়। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যামিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
| ৮. ফায়ার সার্ভিসের দুর্যোগবৃক্ষি হাস ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদারকরণে হাস্তার প্রান হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান | সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |

আলোচনাস্থি-৪: সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্বায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চৃড়াত্তরণ

সভায় দুর্ঘেগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপথে উপস্থাপন করা হয়। অন্তঃপ্রদেশ দুর্ঘেগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে SOD হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও/আইএনজিও প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মতামতের জন্য খসড়া প্রেরণ এবং সুপারিশ ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্ঘেগ ব্যবস্থাপনা সময়সূচী ফর্মিটে খসড়া SOD পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় দুর্ঘেগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে উপস্থাপনের সিলান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রক্রিয়তে হালনাগাদকৃত SOD ২০১৯ এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। দুর্ঘেগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর অধ্যাধিক্তিক আলোচনাতে কাউন্সিল জানায় যে সংশোধিত সংস্করণটি সময়োপযোগী হয়েছে। সভায় পটভূমি ও নীতিকাঠামোকে দু'টি পৃথক অধ্যায়ে দেখানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে SOD এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্ব স্ব বিশ্বাসিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ করে পুঁতিকা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|---|
| ৯. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ এর সংশোধিত খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ভ্রান্ত মন্ত্রণালয় |

আলোচ্যস্থি-৫: বিবিধ

বিবিধ ৫ (ক): জাতীয় দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ ঘটনা বৃক্ষি পাছে বিধায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বৃক্ষি উভয়কে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৃক্ষি প্রশমন ও অভিযোগন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ও সচিবকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা প্রয়োজন। গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়কেও কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজাপন দ্বারা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হাস-বৃক্ষি করা যায়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনাতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

| সিক্ষাত্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--|--|
| <p>১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর খারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয় হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিক্ষাত্ত গৃহীত হয়:</p> <ul style="list-style-type: none"> (১) মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২) মাননীয় মন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৩) সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাখ মন্ত্রণালয়। |

বিবিধ ৫ (খ): দুর্যোগবুঝি হাস ও সাড়াদানে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

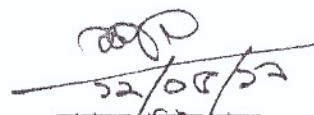
উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ১৩-১৭ মে ২০১৯ অনুষ্ঠেয় GPDRR এর সেশনে অংশগ্রহণ, শিল্প/বাণিজ্যিক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয়, অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম ও দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগবুঝি হাস, রাসায়নিক দুর্যোগবুঝি ব্যবস্থাগুলি, আগদরকালীন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

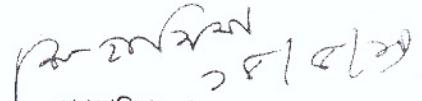
| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ১১. সেন্টাই ক্রেমওয়ার্ক এর Target -E অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগবুঝি হাস কৌশল প্রয়োজন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক Country Position paper প্রণয়ন ও GPDRR 2019 এ উপস্থাপন করা হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগবুঝি হাস কৌশল প্রয়োজন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় |
| ১২. প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব দুর্যোগ সাড়াদান টিম গঠন, প্রয়োজনীয় উক্তার সরঞ্জামাদি সংগ্রহে রাখা এবং আগদরকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান। | শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ |
| ১৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে দুর্যোগ বুঝি হাস ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে, একেত্রে অর্থ বিভাগ দুর্যোগ বুঝি হাস সংক্রান্ত বাজেট কোড সৃষ্টি করে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ। |
| ১৪. সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় অগ্নিনির্বাপন ও দুর্যোগবুঝি হাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি করণ ও এর বাস্তবায়ন। | গৃহায়ন ও গণপৃত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৫. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ বুঝি হাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উক্তার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ চারিগ়িরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
| ১৬. বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টিসহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে ফসল রাস্তার্থে কার্যকর প্রযুক্তি উৎপাদন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। | বৃক্ষ মন্ত্রণালয় |
| ১৭. আবাসিক এলাকা হতে রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, গুদাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রযোজন করণ করে দুর্যোগবুঝি হাস এবং সাড়াদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; | স্থানীয় সরকার বিভাগ |

| সিকাত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|--------------------------|
| ১৯. দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রতিটি স্থানে সেবা বিভাগ হাসপাতালের জন্য প্রত্যুত্তিমূলক ও আগদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন। | |

মন্ত্রিপরিষদ সচিব দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া কার্যক্রমের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডাঃ মো: এনামুর রহমান এমপি-কে
সমাপনী বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা
মোকাবিলায় সফলভাবে বৃক্ষের বিষয়ে এবং সার্বিক দুর্ঘটনা সহনশীলতা বৃক্ষিতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করায়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ
করেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উর্তৃত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্ঘটনার অবহিতকরণ উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি দুর্ঘটনা সহনশীল জাতি হিসেবে
বাংলাদেশের অগ্রাধ্যাত্মা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম
 মন্ত্রিপরিষদ সচিব
 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
 ও
 সদস্য সচিব
 জাতীয় দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল


 শেখ হাসিনা
 প্রধানমন্ত্রী
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 ও
 সভাপতি
 জাতীয় দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

সতর উপাস্থিতি অনিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, পশ্চিমবঙ্গের কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্রি: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্থান |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| ১ | সুজি কুমুক চৰাহী সচিব | গুৱাহাটী প্রকল্প মন্ডলী | ০২৭২৮৭৬৫৪৩২ smrzaubesa09@gmail.com | স্বাক্ষর |
| ২ | সুজি কুমুক চৰাহী সচিব | গুৱাহাটী প্রকল্প মন্ডলী | ০২৭২৮৭২৩২৩ smrzaubesa09@gmail.com | স্বাক্ষর |
| ৩ | সুজি কুমুক চৰাহী সচিব | গুৱাহাটী প্রকল্প মন্ডলী | ০২৭২৮৭২৩২৩ smrzaubesa09@gmail.com | স্বাক্ষর |
| ৪ | সুজি কুমুক চৰাহী সচিব | গুৱাহাটী প্রকল্প মন্ডলী | ০২৭২৮৭২৩২৩ smrzaubesa09@gmail.com | স্বাক্ষর |

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|---------------------------------|-------------------|--|----------|
| ১. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় সমিতি | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ২. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৩. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৪. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৫. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৬. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৭. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৮. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ৯. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |
| ১০. | জেনেরেল প্রিমিয়া প্রালয় | জেনেরেল প্রিমিয়া | ০২৯২২৯২৯৭৮৫ station1098@ Gmail.com | ১০০% |

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিকানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|--|--|-------------------------|--|
| ১ | গুরুজি, প্রভুমুখ চৈতান্ত প্রকৃতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় | প্রকৃতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় | ০৩৩৪৪০০৬০০০ ০৩৩৪৪০০৬০০০ | প্রকৃতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় |
| ২ | শ্রী পুরুষ পুরুষ পুরুষ | শ্রী পুরুষ পুরুষ | ০১৭৬৯৬০০৩০০ | শ্রী পুরুষ পুরুষ |
| ৩ | শ্রী পুরুষ পুরুষ | শ্রী পুরুষ পুরুষ | ০১৭৬৯৬০০৩০০ | শ্রী পুরুষ পুরুষ |
| ৪ | শ্রী : সুমিত্র হোস | সুমিত্র হোস | ০১৭৫৫৫০০১৪০ | শ্রী : সুমিত্র হোস |
| ৫ | শ্রী : আমাদুল ইসলাম | আমাদুল ইসলাম | ০১৮১৪১০৯১৭ | শ্রী : আমাদুল ইসলাম |
| ৬ | অ-এক শ্রেণী প্রাচীন বিজ্ঞান প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া ক্ষেত্র অধিক প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া | অ-এক শ্রেণী প্রাচীন বিজ্ঞান প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া ক্ষেত্র অধিক প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া | ০১৭৬৯৬০০৩০০ | অ-এক শ্রেণী প্রাচীন বিজ্ঞান প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া ক্ষেত্র অধিক প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া |
| ৭ | ০০৯৯৯৯২০০০০ | | | |

| | | |
|----|------------------------------|---------------------------|
| ১২ | মাস ও পদবী প্রতিশালের নাম | যোবাইল ও ই-মেইল নামকরণ |
| ১৩ | ১৫৫২ - ৩১৭২৩৬ | ০১৫৫২ - ৩১৭২৩৬ |
| ১৪ | সুজি | সুজি |
| ১৫ | ১৮ | ১৮ |
| ১৬ | ২৪ | ২৪ |
| ১৭ | ২৫ | ২৫ |
| ১৮ | ২৬ | ২৬ |
| ১৯ | ২৭ | ২৭ |
| ২০ | ২৮ | ২৮ |
| ২১ | ২৯ | ২৯ |
| ২২ | ৩০ | ৩০ |
| ২৩ | ৩১ | ৩১ |
| ২৪ | ৩২ | ৩২ |
| ২৫ | ৩৩ | ৩৩ |
| ২৬ | ৩৪ | ৩৪ |
| ২৭ | ৩৫ | ৩৫ |
| ২৮ | ৩৬ | ৩৬ |
| ২৯ | ৩৭ | ৩৭ |
| ৩০ | ৩৮ | ৩৮ |
| ৩১ | ৩৯ | ৩৯ |
| ৩২ | ৪০ | ৪০ |

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ১ | (শ্রী) নাহিমজুর রহমান | কৃষি একাডেমি | ০১৫৫৬৩১৫৫০০ naimurrahman | |
| ২ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৩ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৪ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৫ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৬ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৭ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৮ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |
| ৯ | শেখ মুজিবুর রহমান আলোক | শেখ মুজিবুর রহমান মেডিয়া | ০১৭৩০৯১৫৬৬ shekmuhibur@gmail.com | |

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামৌলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২১ খ্রি:

| ক্র: | নাম ও পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম | যোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|--|---|--------------------------------------|----------|
| ১ | MD SAZZAD HUSSAIN Brig Gen | Fire Service & Civil Defence | 01730002321 is@fireservice.gov.bd | |
| ২ | MD. SHAFID UZMAN Seeys in Charge Secretary General Environment | Mott | 01730585248 | |
| ৩ | G.M. Saleh Uddin Secretary | Medical Edu. and Family Welfare Govt. Health and Family Welfare Ministry. | 01717045910 GmSaleh7@yahoo.com | |
| ৪ | | | | |